ভাল ও খারাপ লালসা

01-April-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰى عَلَيْكَ

অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** একজন ফিরিশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দান করেছেন, অতএব কিয়ামত পর্যন্ত যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করবে

www.dawateislami.net

তবে সে আমাকে তার এবং তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে যে, অমুকের পুত্র অমুক আপনার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করেছেন।

(মু'যামুয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আজকের বয়ানের বিষয় হলো "**ভাল ও খারাপ লালসা**", আজকের বয়ানে আমরা শুনবো, জিহবা বুকের উপর ঝুলে গেলো। লোভ কাকে বলে? লোভের পরিণতি,

সম্পদের লোভের ক্ষতি, লোভের চাকচিক্য, খারাপ লোভ থেকে বাচাঁ এবং ভাল লোভ করার পদ্ধতি, এছাড়াও অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জিহ্বা ঝুলে বুকের উপর এসে গেলো

মুফাসসীরে কোরআন হযরত আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে সাভীতে লিখেন: **বালআম বিন বাউরা** নিজের সময়ের অনেক বড় আলিম এবং আবিদ ও যাহিদ ছিলো, তার ইসমে আযমেরও জ্ঞান ছিলো, সে নিজের জায়গায় বসে রূহানিয়্যতের মাধ্যমে আরশে আযিমও দেখে নিতো, তার প্রায় কবুল হতো। তার শাগরেদের সংখ্যাও ছিলো অসংখ্য। প্রসিদ্ধি রয়েছে: তার পাঠশালায় শিক্ষার্থীদের কালি দোয়াত ছিলো ১২ হাজার। যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام **"জাব্বারাঈন সম্প্রদায়"** এর সাথে জিহাদ করার জন্য বনী ইসরাঈলের বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন তখন **বালআম বিন বাউরা**র সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকট আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এলো এবং বললো: "হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام অনেক বড় এবং শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমন করছে, তিনি চায় যে, আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বের করে দিয়ে নিজের সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে দিয়ে দিতে। তাই (مَعَاذَ الله) আপনি মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য এমন বদ দোয়া করুন যে, তিনি যেনো পরাজিত হয়ে ফিরে যায়, যেহেতু আপনার দোয়া কবুল হয়ে থাকে, তাই আপনার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে।" একথা শুনে **বালআম বিন বাউরা** কেঁপে উঠলো এবং বলতে লাগলো: তোমাদের ধ্বংস হোক, **আল্লাহ**র পানাহ!

www.dawateislami.net

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام হলেন **আল্লাহ পাকে**র রাসূল এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীতে মুমিন ও ফিরিশতার দল রয়েছে, তাঁদেরকে আমি কিভাবে বদ দোয়া করতে পারি? কিন্তু তার সম্প্রদায়ের লোকেরা কেঁদে কেঁদে এমনভাবে জোড়াজোড়ি করলো যে, তাকে বলতে বাধ্য করলো, ইস্তিখারা করার পর যদি আমি অনুমতি পাই তবে বদদোয়া করবো। যখন ইস্তিখারায় বদদোয়ার অনুমতি পেলো না তখন সে স্পষ্টভাবে বলে দিলো যে, যদি আমি বদদোয়া করি তবে আমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই নষ্ট হয়ে যাবে। এবার তার সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক মূলবান উপহার সামগ্রী তার সামনে রাখলো এবং বদদোয়া করার জন্য প্রবল জোড়াজোড়ি করলো, এমনকি **বালআম বিন বাউরা**র মাঝে লোভ ও লালসার ভুত চেপে বসলো আর সম্পদের ফাঁদে ফেঁসে তাদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য রাজি হয়ে গেলো এবং তার গাধার উপর আরোহন করে বদদোয়া করার জন্য রওনা হয়ে গেলো। পথে বারবার তার গাধা দাঁড়িয়ে যেতো আর মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যেতে চাইতো কিন্তু সে তাকে মেরে মেরে সামনে নিয়ে যেতো। একপর্যায়ে **আল্লাহ পাক** গাধাকে কথা বলার শক্তি দান করলেন এবং সে বললো: আফসোস! হে বালআম! তুমি কোথায় যাচ্ছো? দেখো আমার সামনে ফিরিশতা রয়েছে, যাঁরা আমার পথ আটকাচ্ছে আর আমার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে পেছনে ধাক্কা দিচ্ছে। হে বালআম! তোমার ধ্বংস হোক, তুমি **আল্লাহ পাকে**র নবী এবং মুমিনদের দলকে বদদোয়া করবে? কিন্তু **বালআম বিন বাউরা**র চোখে লালসার কাপড় বাঁধা ছিলো, অতএব সে গাধার সাবধান করার পরও ফিরে এলো না এবং **"জুসবান"** নামক পাহাড়ে উঠে উপর থেকে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সৈন্যবাহিনীকে ভালভাবে দেখে

বদদোয়া করতে লাগলো। কিন্তু **আল্লাহ**র শান দেখুন, সে বদদোয়া তো হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য করতে চাইতো কিন্তু তার মুখ দিয়ে তার নিজের সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া বের হয়ে যেতো। এটা দেখে কয়েকবারই তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বাধা দিলো: হে **বালআম**! তুমি উল্টো বদদোয়া করছো! বলতে লাগলো: আমি কি করবো! আমি তো বলছি তাই যা তোমরা চাও, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে অন্য কিছু বের হচ্ছে! অতঃপর হঠাৎ তার উপর **আল্লাহ**র গযব অবতীর্ণ হলো এবং তার জিহ্বার ঝুলে পরে তার বুকের উপর এসে গেলো। তখন **বালআম বিন বাউরা** তার সম্প্রদায়কে কেঁদে কেঁদে বললো: আফসোস! আমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হয়ে গেলো, আমার ঈমান চলে গেলো এবং আমি **আল্লাহ**র কহর ও গযবে গ্রেফতার হয়ে গেলাম। যাও! এখন আমার আর কোন দেয়া কবুল হবে না।

(তাফসীরে সাভী, পারা ৯, আল আ'রাফ, ১৭৫নং আয়াতে পাদটিকা, ২/৭২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খারাপ লালসার পরিণতি

এই ঘটনাটি উল্লেখ করে সূরা আ'রাফের ১৭৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِیْۤ اٰتَیْنٰهُ اٰیٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّیْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ ﴿۱۷۵﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাদি দিয়েছি, অতঃপর সে ঐগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে বের হয়ে গেছে। তখন শয়তান তার পেছনে লাগলো, অতঃপর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: অর্থাৎ যদি আমি চাইতাম তবে অবাধ্যতা করার পূর্বেই তাকে বাঁধা দিতাম, অতঃপর এই আয়াতের উপর আমল করার কারণে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করে আবরারের মর্যাদায় পৌঁছে দিতাম, কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকে ধাবিত হয়ে গেলো এবং সে দুনিয়া ও এর স্বাদকে আখিরাত এবং এর নেয়ামতের উপর প্রাধান্য দেয়াতে নিজের ইচ্ছার আনুগত্য করলো।

(কুরতুবি, আল আ'রাফ, ১৭৬নং আয়াদের পাদটিকা, ৪/২৩০। মাদারিক, আল আ'রাফ, ১৭৬নং আয়াদের পাদটিকা, ৩৯০ পৃষ্ঠা)

বালআম বিন বাউরার লালসার শাস্তি **আল্লাহ পাক** এমন ভাবে দিয়েছেন যে, তার অবস্থা কুকুরের ন্যায় করে দিলেন। যেমনটি ৯ম পারা সূরা আ'রাফের ১৭৬নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৭৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি ইচ্ছা করলে নিদর্শনসমূহের কারণে তাকে উঠিয়ে নিতাম; কিন্তু সে তো যমীনকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে এব স্বীয় কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে; সুতরাং তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়-তুমি তার উপর হামলা করলে সেটা জিহবা বের করে দেয় এবং ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে দেয়।

লালসা ও প্রবৃত্তির চাহিদাই ডুবিয়ে মারলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতের **বালআম বিন বাউরা**র অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, এই ব্যক্তি উৎকর্ষতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, পূর্ববর্তি কিতাবগুলোর আলিম ছিলো, **আল্লাহ পাকে**র ইসমে আযম সে জানতো, যেই দোয়াই প্রার্থনা করতো তা কবুল হয়ে

www.dawateislami.net

যেতো, নিজের জায়গায় বরে আরশও দেখে নিতো, ১২০০০ শিক্ষার্থী তার দরসে অংশগ্রহন করে তার কথা লিখতো।

(সাভী, আল আ'রাফ, ১৭৫নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৭২৭)

উৎকর্ষতার এতবড় মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরন করতে থাকে, দুনিয়ার সম্পদ এবং এর নেয়ামতের আকাঙ্ক্ষী হয়ে গেলো, আখিরাত এবং এর নেয়ামতকে পেছনে ছেড়ে দিলো, অবশেষে যা কিছু তাকে দেয়া হয়েছিলো সবই ছিনিয়ে নেয়া হলো, তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেলো এবং দুনিয়া ও আখিরাতে বিফল এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেলো। (খাযিন, আল আ'রাফ, ১৭৬নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৬০)

মনে রাখবেন! সম্পদ ও মর্যাদার লোভ দ্বীনের জন্য খুবই ক্ষতিকর আর ভাল নিয়্যতে নেয়া সম্পদে **আল্লাহ পাক** বরকতও প্রদান করে থাকেন।

হযরত হাকীম বিন জিযাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: হে হাকীম! এই সম্পদ তরতাজা এবং মিষ্টি, যে একে ভাল নিয়্যতে নিবে তবে তাকে এই সম্পদে বরকত দেয়া হয় এবং যে একে অন্তরের লালসায় নিবে তবে তাকে এই সম্পদে বরকত দেয়া হয় না আর সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, যে খায় এবং পেঠ ভরে না আর (স্মরণ রাখো!) উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২৩০, হাদীস ৬৪৪১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

লোভ কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারনত এটাই মনে করা হয় যে, লোভের সম্পর্ক হলো শুধুমাত্র ধন ও সম্পদের সাথে, অথচ এমনটি নয়,

www.dawateislami.net

কেননা লোভ তো যেকোন জিনিষ আরো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার নাম আর সেই জিনিষ যেকোন কিছুই হতে পারে, হোক তা সম্পদ বা অন্য কিছু। হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: লালসা ও লোভের চাহিদা খাবার, পোষাক, বাড়ি, মালামাল, সম্মান, প্রসিদ্ধি মোটকথা প্রত্যেক নেয়ামতেই হয়ে থাকে। (জান্নাতী যেওর, ১১১ পৃষ্ঠা)

৫ম পারা সূরা নিসার ১২৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ
(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অন্তরসমূহ লোভ-লিপ্সার ফাঁদে আটক রয়েছে;

তাফসীরে খাযিনে এই আয়াতের আলোকে রয়েছে: "লালসা" অন্তরের আত্যাবশ্যকীয় অংশ, কেননা এটিকে এভাবেই বানানো হয়েছে। আদম সন্তানের মধ্যে লোভ, লালসা ও হিংসা এই তিনটি বিষয় রাখা হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে (আল মুস্তাতরাফ ফি কুল্লে ফন্নে মুস্তাযরাফ, ১১২ পৃষ্ঠা) এই তিনটি জিনিষ বা কোন একটিতে সফলতা তারই অর্জিত হয় যাকে **আল্লাহ পাক** তৌফিক দেয়, যেমনটি কোরআনে করীমে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝
(পারা ২৮, সূরা হাশর, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যাকে আপন প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে, সুতরাং তারাই সফলকাম।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতের আলোকে লিখেন: এই আয়াত থেকে জানলাম! যে সকল ব্যক্তিত্বদের নফসকে লালসা থেকে পবিত্র করে দেয়া হয়েছে, তারাই মূলত সফল এবং এটাও জানা গেলো! নফসের লালসার ন্যায় মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা খুবই দূরহ, যার

উপর **আল্লাহ পাকে**র বিশেষ দয়া হয়, সেই এই স্বভাব থেকে বাঁচতে পারবে। এই স্বভাব কিরূপ ক্ষতিকর, তার অনুমান এই হাদীসে মুবারাকা দ্বারা করা যেতে পারে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অত্যাচার করার প্রতি ভয় করো, কেননা অত্যাচার হলো কিয়ামতের অন্ধকার এবং নফসের লালসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা এই লালসা তোমাদের পূর্ববর্তি উম্মতদের ধ্বংস করে দিয়েছে, লালসা তাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং হারাম কাজ করতে উদ্ভুদ্ধ করেছে। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদব, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৬{২৫৭৮})

লালসা থেকে বেঁচে থাকা কিরূপ উপকারী, এর অনুমান এই বর্ণনা দ্বারা করুন: হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করার সময় শুধু এই দোয়াই প্রার্থনা করতেন: হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে আমার নফসের লোভ থেকে বাঁচাও। যখন তাঁকে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি বললেন: যখন আমাকে আমার নফসের লোভ থেকে নিরাপদ রাখা হলো তখন আমি না চুরি করবো, না অপকর্ম করবো আর না আমি এই ধরনের কোন কাজ করবো।

(তাফসীরে কুরতুবী, আল হাশর, ৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ১২/৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের লোভ সম্পর্কীত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে, কেউ সম্পদের লোভী তো কেউ জায়গা সম্পত্তির লোভ নিজের মাঝে চেপে রাখে, কাউকে গুনাহের লোভ অন্ধ করে দিয়েছে তো কেউ প্রসিদ্ধির লোভে লিপ্ত। যেমন এই মন্দ কাজগুলোর লোভ পাওয়া যায়, তেমনি **আল্লাহ পাকে**র এমন বান্দাও বিদ্যমান রয়েছে, যাঁদের অন্তর নেকীর লোভে পূর্ণ হয়ে থাকে, যাদেরকে উম্মতের কল্যাণ কামনার লোভে অস্তির করে রাখে এবং তারা দিনরাত সুন্নাতের খেদমত এবং উম্মতের পথনির্দেশনায় দিনরাত এক করে দিয়েছে,

www.dawateislami.net

বর্তমান যুগে যদি দেখা যায়, তবে ঐ পবিত্র লোকদের মধ্যে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুবারক সত্তাও রয়েছে, যার অন্তর দুনিয়াবী লালসা থেকে পবিত্র, তিনি শুধু নিজে নেকীর লোভী নয় বরং অন্যকেও নেকীর নেকীর লোভী বানিয়ে থাকেন, তাঁর মাঝে উম্মতের কল্যাণ কামনা এবং নেকীর কিরূপ লোভ রয়েছে যে, তাঁর কোন কাজ নেকী এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের কল্যাণ কামনা শূন্য নয়। তাঁর বয়স বৃদ্ধি পাওয়াও তাঁর নেকীর লোভে প্রতিবন্ধক হয়নি বরং তিনি এই বয়সেও মাদানী চ্যানেলে দ্বীনের খেদমত এবং কিতাব ও পুস্তিকা লেখায় ব্যস্ত থাকেন আর প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষকে নেকীর প্রতি আগ্রহী করে রেখেছেন, তাঁর প্রদত্ত ৭২টি নেক আমল নামক পুস্তিকা তাঁর এই আগ্রহের স্পষ্ট প্রমাণ, যা এই পুস্তিকা অধ্যয়নকারী এবং এর উপর আমলকারীরা নিঃসন্দেহে ভালভাবেই জানে, অতএব **নেক আমল নম্বর ১** এর মধ্যে ভাল নিয়্যতের, **২ নম্বরে** পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের, **৩ নম্বরে** নামাযের দাওয়াত দেয়ার, **৪ নম্বরে** সূরা মুলক পাঠ করা বা শুনার, **৫ নম্বরে** পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা পাঠ করার, অনুরূপভাবে অন্যান্য নেক আমলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নেকীর প্রতি উৎসাহ বিদ্যমান। অতএব আজই এই পুস্তিকা নিকটস্ত মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং সেই অনুযায়ী প্রতিদিন যাচাই করার ভরপুর চেষ্টা করুন, اِنْ شَآءَ الله গুনাহের লোভ দূর হয়ে যাবে এবং নেকীর লোভ নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

লোভের প্রকারভেদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের মাঝে যেসকল জিনিষের লোভ পাওয়া যায়, তার মধ্যে কিছু সাওয়াবের হয়ে থাকে, আর কিছু আযাবের কারণ হয়ে থাকে এবং কিছু শুধুমাত্র জায়িয হয়ে থাকে, যার কোন সাওয়াব ও আযব বা পাকড়াও নেই। কিন্তু এই জায়িয কাজ যদি কোন ভাল নিয়্যতে করা হয় তবে তা সাওয়াবের অধিকারী এবং যদি মন্দ ইচ্ছায় করে তবে তা জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে লোভও তিন ধরনের হয়ে থাকে: (১) ভাল লোভ (২) খারাপ লোভ (৩) জায়িয লোভ, কিন্তু যদি এই লোভের সাথে ভাল নিয়্যত হয় তবে এই লোভ উত্তম হয়ে যাবে এবং যদি খারাপ নিয়্যতে হয় তবে মন্দ হয়ে যাবে। (লোভ, ১৩ পৃষ্ঠা)

যদি **আল্লাহ পাকে**র রহমত এবং **তাঁর** তৌফিকে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সদকা ও খয়রাত, তিলাওয়াত, **আল্লাহ**র যিকির, দরূদে পাক, ইলমে দ্বীন অর্জন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, কল্যাণ কামনা এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করা ও অন্যান্য নেকীর লোভ হলে তবে এই লোভ ভাল। যদি খাওয়া দাওয়া, অধিক ঘুমানো, হালাল সম্পদ জমা করা, নিজের ভাল বাড়ি বানানো, উপহার পাওয়া, উত্তম পোষাক পরিধান এবং এমন অন্যান্য কাজের লোভ হলে তবে এই লোভ হলো মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয)।

যদি **আল্লাহ** না করুন নফস ও শয়তানের ধোকায় পরে ঘুষ, চুরি, কুদৃষ্টি, অপকর্ম, সুন্দর সুশ্রী বালক পছন্দ করা, বাহবার প্রসিদ্ধি, সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, নেশা, জুয়ার লোভ, গীবত, অপবাদ, চুগলী, গালি দেয়া, কুধারনা করা, মানুষের দোষ বের করা এবং তা

www.dawateislami.net

প্রচার করা ও অন্যান্য গুনাহের লোভ হলে তবে এরূপ লোভ নিন্দিত (মন্দ) এবং হারাম ও গুনাহ।

আমাদের কোন লোভ গ্রহন করা উচিৎ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লোভের তিনটি প্রকার আমাদের সামনে রয়েছে, এবার আমরা ভাবি যে, আমাদের মাঝে কোন লোভটি রয়েছে, এই লোভের মুখ ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে যে, আমরা আমাদের লোভের মুখ নেকীর দিকে ফিরিয়ে দিই, আমরা নেকীর লোভী হয়ে যাবো এবং গুনাহের নিন্দিত এবং খারাপ লোভকে একেবারেই শেষ করে দিই, কেননা খারাপ লোভ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়, যেমনটি আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: লোভ থেকে বেঁচে থাকো! কেননা এটি দ্রুত উত্থিত হওয়া দারিদ্র। **(আয যুহদুল কবীর, ৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০১)**

আদম সন্তানের লোভ

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি আদম সন্তানের নিকট স্বর্ণের (Gold) দু'টি উপত্যাকাও (অর্থাৎ দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে যেই জায়গা থাকে তা) থাকে তবে সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে এবং আদম সন্তানের পেট কবরের মাটিই পূর্ণ করতে পারবে।

(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৬)

মানুষের লোভ শেষ হয় না

আল্লামা আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **শরহে মুসলিমে** বলেন: হাদীসের অর্থ হলো: মানুষ দুনিয়াতে লোভী

www.dawateislami.net

হয়েই থাকবে, এমনটি তার মৃত্যু এসে যাবে এবং তার পেটে কবরের মাটিই পূর্ণ হয়ে যাবে।

(ফয়যানে রিয়াযুস সালেহীন, ১/২৭৮, উদ্ধৃত শরহে মুসলিম লিন নববী, কিতাবুয যাকাত, ৪/১৩৯, ৭ম অংশ)

প্রচন্ড লোভী ও কৃপণ

হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে এই বিষয়টির প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবে এমন এক কৃপণতা থাকে যা তাকে লোভী বানিয়ে দেয়, যেমন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآىِٕنَ رَحْمَةِ رَبِّیْۤ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الْاِنْفَاقِؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا۠ ﴿۱۰۰﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, 'যদি তোমরা আমার **রবে**র দয়ার ভাণ্ডারসমূহের মালিক হতে, তবে ব্যয় হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় সেগুলোকেও ধরে রাখতে এবং মানুষ অতিশয় কৃপণ'।

কোরআনে করীমের তাফসীর গুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ তাফসীর **"তাফসীরে কবীরে"** রয়েছে: এখানে মানুষকে তাদের মূল হিসেবে খুবই কৃপণ বলা হয়েছে, কেননা মানুষকে মুখাপেক্ষী করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মুখাপেক্ষী মানুষ আবশ্যিকভাবে এই জিনিষটি পছন্দ করে এবং নিজের জন্য রেখে দেয়, যাতে মুখাপেক্ষীতা দূর হয়ে যায়, আর মানুষের দানশীলতা বাহ্যিক উপকরণের কারণে হয়ে থাকে, যেমন নিজের প্রশংসা পছন্দ করা বা সাওয়াবের আশা করা। এথকে প্রমাণ হলো! মানুষ তার মূল হিসেবে কৃপণ।

(তাফসীরে কবীর, বনী ইসরাঈল, ১০০ আয়াতের পাদটিকা, ৭/৪১২)

www.dawateislami.net

এই আয়াতে আদম সন্তানকে প্রচন্ড লোভী ও কৃপণ হওয়ার দলীল রয়েছে, আদম সন্তান ঐ পাখির চেয়ে বেশি কৃপণ ও লোভী যে সমুদ্র উপকুলে এই ভয়ে পিপাসার্ত অবস্থায় মারা যায় যে, যদি পানি শেষ হয়ে যায় এবং ঐ কীটের চেয়েও বেশি কৃপণ ও লোভী, যার খাবার হলো মাটি কিন্তু সে এই ভয়ে ক্ষুধার্ত থাকে যে, যদি খাওয়ার কারণে মাটি ফুরিয়ে যায়। (মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুর রিকাক, ৯/১২৪, ৫২৭৩নং হাদীসের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্পদের লোভ হলো ঐ মন্দ লোভ যে, **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমে অসংখ্য আয়াতে এর থেকে বাঁচার এবং সম্পদের লোভের নিন্দা বর্ণনা করেছেন, কোথাও ইরশাদ করছেন: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ, না তোমাদের সন্তান কোন জিনিষই যেনো তোমাদেরকে **আল্লাহ**র স্মরণ থেকে উদাসিন না করে। কোথাও ইরশাদ করছেন: সম্পদ তোমাদের জন্য ফিতনা স্বরূপ। কোথাও ইরশাদ করছেন: যে দুনিয়বী আরাম চায়, আমি দুনিয়ায় তাকে পরিপূর্ণ ফল দিবো। সম্পদকে পছন্দকারীর ব্যাপারে ইরশাদ করেন: নিশ্চয় সে সম্পদের ভালবাসায় অবশ্যই অনেক প্রবল, কিন্তু **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা এবং **তাঁর** যিকির থেকে উদাসিন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সময়ে সম্পদের নিন্দার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন: সম্পদের ভালবাসা অন্তরে এমনভাবে কপটতা সৃষ্টি করে, যেমন পানি সবজি উদ্গীড়ন করে। অধিক সম্পদ ধ্বংসকারী এবং এর মালিককে খারাপ লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে দেয়। সম্পদ আখিরাতের জন্য শাস্তির কারণ। সম্পদ এবং মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনকে এর চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করে, যা দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালকে ক্ষতিগ্রস্থ করেনা। (তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদে আন রাসূলিল্লাহ,

৪/১৬৬, হাদীস ২৩৮৩) সম্পদ অর্থাৎ দিরহাম ও দীনারের বান্দাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী, কিতাবুয যুহদে আন রাসূলিল্লাহ, ৪/১৬৬, হাদীস ২৩৮২) তাছাড়া ইরশাদ করেন: মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু সম্পদের লালসা এবং বয়স বৃদ্ধি যুবক হয়ে থাকে। (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৫{১০৪৭})

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লোভী ব্যক্তির মা'বুদ

হে আশিকানে রাসূল! আসলেই লোভ ও লালসা অনেক মন্দ বালা, হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: লোভী ব্যক্তি যেই ব্যক্তির প্রতি লোভ করে, সে যেনো তার মা'বুদ হয়ে যায়। অতঃপর সে এর সাথে বন্ধুত্ব করা, তার প্রিয় হওয়া এবং তার নিকট পৌঁছতে প্রতিটি পথেই চলা শুরু করে আর এর সর্বনিম্ন অবস্থা এমন হয় যে, সে মিথ্যা প্রশংসা করে এবং اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف এবং نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر (অর্থাৎ নেকীর আদেশ করা এবং গুনাহ থেকে নিষেধ করাকে) ছেড়ে দিয়ে তার সামনে সত্য কথা গোপন করে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১০২)

লোভের চাকচিক্য

আমীরুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: লোভের চাকচিক্য দেখে প্রায় জ্ঞান প্রতারিত হয়ে যায়। তিনিই বলেন: পুরুষের জ্ঞান মদও এত খারাপ করেনা, যতবেশি লোভ খারাপ করে।

(আল মুস্তাতরাফ ফি কুল্লি ফর মুস্তাযরাফ, ১১২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সম্পদের লোভের শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই লোভের চাকচিক্য দেখে জ্ঞান প্রায় প্রতারিত হয়ে যায় আর এভাবেই লোভী ব্যক্তি লোভে পরে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করা, **তাঁর** নেককার বান্দাদের বিরোধীতা করাতেও ভয় করে না, লোভে পরে নিজের দ্বীন থেকেই হাত ধুয়ে বসে এবং নিজের আখিরাত তো ধ্বংস করে নেয়ই, দুনিয়াতেও অপমান ও অপদস্ত হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দীর্ঘ জীবনের লোভ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্পদের লোভ ছাড়াও একটি লোভ হলো দীর্ঘ জীবনের লোভ, যার আকাঙ্ক্ষা বর্তমানে সম্ভবত প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের মনে নিয়ে ঘুরছে, দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনা (Plan) করে বসে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুমিনের শান হলো যে, সে যদি জীবন চায়, তবে শুধুমাত্র এই কারণেই যে, বেশি নেকী করতে পারবে, আখিরাতের সম্পদ অর্জন করতে পারবে এবং আখিরাতের সম্পদ অর্জন করার জন্য জীবন চাওয়া জীবনের লোভ নয় বরং আখিরাতের প্রস্তুতি এবং ভাল লোভ। কিন্তু মনে রাখবেন! দীর্ঘ জীবন এবং অধিক সম্পদ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির নিদর্শন নয় বরং এটা তো অনেক সময় শাস্তিও মাধ্যম হয়ে যায়।

আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মানুষের মধ্যে

www.dawateislami.net

সবচেয়ে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: যার জীবন দীর্ঘ হয় এবং আমল নেক হয়। সেই ব্যক্তি আবারো আরয করলো: মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ কে? ইরশাদ করলেন: যার জীবন দীর্ঘ এবং আমল মন্দ হয়।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদে আন রাসূলিল্লাহ, ৪/১৪৮, হাদীস ২৩৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রত্যেক লোভ মন্দ নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা সম্পদের লোভ এবং দীর্ঘ জীবনের লোভ সম্পর্কে শুনছিলাম, মনে রাখবেন! প্রত্যেক লোভ মন্দ নয় বরং ভাল বিষয়ের লোভ ভাল আর খারাপ বিষয়ের লোভ খারাপ হয়ে থাকে, কিন্তু ভাল ও খারাপের দিকে যাওয়া আমাদের হাতে নেই। সম্পদ সাধারনত ভাল জিনিষ নয়, আবার শুধু মন্দও নয়, অতএব সম্পদ অর্জনের লোভও সর্বাবস্থায় খারাপ নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্জনের লোভ এই কারণেই রাখা যে, নিজের নিকটস্ত আত্মীয়দের সাহায্য করবো, তবে এটি ভাল লোভ, আর অপরের উপর গর্ব করার নিয়্যতে এরূপ করা খারাপ। বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ড ১৬তম অংশ ৬০৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যার সারমর্ম হলো; এতটুকু উপার্জন করা ফরয, যা নিজের জন্য, পরিবার পরিজনের জন্য বা যাদের ভরনপোষণ তার দায়িত্বে রয়েছে তাদের জন্য খরচ করতে এবং ঋণ ইত্যাদি আদায় করার জন্য যথেষ্ট হয়, এছাড়াও পিতামাতা দরিদ্র হলে তাদের জন্য উপার্জন করা যা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়, এটাও ফরয। এই ফরয উপার্জনের পর তার অধিকার রয়েছে যে, একেই যথেষ্ট মনে করা বা আরো কিছু উপার্জন করে কিছু ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখা। মুস্তাহাব অবস্থা হলো যে, নিজের এই চাহিদা ব্যতীত ফকীর ও মিসকিনকে

www.dawateislami.net

সাহায্য করা বা নিজের নিকটাত্মীয়দের সাহায্য করার জন্য উপার্জন করা, এটা **মুস্তাহাব** এবং **নফল ইবাদত থেকে উত্তম**। এই জন্য উপার্জন করা যে, ধন ও সম্পদ বেশি হলে আমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, গর্ব ও অহঙ্কারের নিয়্যত না হলে এই উপার্জন মুবাহ। যদি উপার্জনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ধন সম্পদের আধিক্য বা গর্ব ও অহঙ্কার হয়, তবে তা নিষেধ। **(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যা, ৫/৩৪৮)**

লোভ থেকে বাঁচার উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে লোভ থেকে বাঁচা অসম্ভব, কেননা এটি মানুষের খামিরে বিদ্যমান, কিন্তু খারাপ লোভকে নেকীর লোভে পরিবর্তন করা সম্ভব। খারাপ লোভ থেকে বাঁচার জন্য ✯ **আল্লাহ পাকের** দরবারে লোভ থেকে বাঁচার দোয়া করুন। ✯ সম্পদের লোভের ক্ষতির সম্পর্কে চিন্তা করুন ✯ ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টতা অবলম্বন করুন ✯ প্রবৃত্তিকে কন্ট্রোল করুন ✯ **আল্লাহ পাকের** প্রতি সত্যিকার ভরষা এবং ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন ✯ দীর্ঘ আশা করবেন না ✯ মৃত্যুকে স্মরন করুন ✯ হাশরের ময়দানে সম্পদশালীদের হিসোবের কথা কল্পনা করুন ✯ দানশীলতার অভ্যাস গড়ুন ✯ সম্পদের লোভের শিক্ষনীয় পরিনতির প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

ইবাদতের লোভ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধন ও সম্পদ, পদ ও প্রসিদ্ধি এবং অন্যান্য দুনিয়াবী জিনিষের খারাপ লোভ থেকে বেঁচে থেকে **নেকীর লোভী** হওয়া খুবই জরুরী, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নেকীর লোভী হওয়ার প্রতি জোড় দিয়ে ইরশাদ করেন: এই বিষয়ে

www.dawateislami.net

লোভ করো যা তোমায় লাভবান করবে আর **আল্লাহ পাকের** নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো, লজ্জা করো না।

(মুসলিম, কিতাবুল কদর, ২৩৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৬৬২)

হযরত আল্লামা শরফুদ্দীন নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করেন: **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে প্রবল লোভ করো এবং এর প্রতিদানের লালসা করো, কিন্তু এই ইবাদতেও নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** সাহায্য প্রার্থনা করো।

(শরহে মুসলিম লিন ননবী, ৮ম অংশ, ৬১/৫১২)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: দুনিয়াবী ব্যাপারে অল্পেতুষ্টতা এবং ধৈর্য ভাল কিন্তু আখিরাতের ব্যাপারে লোভ এবং অধৈর্য উত্তম, দ্বীনের যেকোন স্তরে পৌঁছে অল্পেতুষ্ট না হয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো। **(লোভ, ১৮, উদ্ধৃতি মিরাতুল মানাজিহ, ৭/২১১)**

নেকীর লোভ বৃদ্ধি করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের এরূপ মানসিকতা তৈরী করুন যে, আমাকে নেকীর লোভী হতে হবে, নেকীর লোভী হওয়ার জন্য নেকীর ফযিলত সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন, কেননা মানুষের স্বভাব ঐদিকে দ্রুত ধাবিত হয়, যাতে সে উপকার দেখে থাকে। **আল্লাহর** সন্তুষ্টি পাওয়ার নিয়তে আমলের পথে কদম রেখে দিন। নেকীর উপর অটলতা অর্জনের জন্য উত্তম সহচর্য অবলম্বন করুন এবং যেমনিভাবে ধন ও সম্পদের লোভী লোক সম্পদশালীদের নিজের আইডল বানিয়ে থাকে যে, আমাকেও তার মতো সম্পদশালী হতে হবে, অনুরূপভাবে আমাদেরও উচিৎ যে, নেকীর প্রেরণা বৃদ্ধি করতে, এই পথে আসা

www.dawateislami.net

কষ্টসমূহ সগ্য করার উৎসাহ পেতে এবং অন্যান্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن দের নিজের আইডল বানিয়ে নিন, কেননা এই পবিত্র মনিষীদের জীবন নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য পথনির্দেশনার মূলমন্ত্র। (লোভ, ২২ পৃষ্ঠা)

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে কয়েকটি ঘটনাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি:

সিদ্দিকে আকবরের ইবাদতের আগ্রহ

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আমাদেরকে **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলেন: আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা রেখেছে? আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "আমি।" অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযায় অংশগ্রহন করেছো? তিনি আরয করলেন: "আমি।" অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: আজ তোমাদের মধ্যে কে মিসকিনকে খাবার খাইয়েছো? তিনি আরয আরয করলেন: "আমি।" ইরশাদ করলেন: আজ তোমাদের মধ্যে রোগী কে দেখতে গেছো? আরয করলেন: "আমি।" তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যার মাঝে এই অভ্যাসগুলো জড়ো হয়ে যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, ৩১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮২০১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ الله! আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কিরূপ নেকীর লোভী ছিলেন, **আল্লাহ পাক** তার সদকায় আমাদেরও এই প্রেরণা নসীব করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় নামায আদায় করলেন

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ফজরের নামাযের পূর্বে চাকু দ্বারা মারাত্মক আক্রমণ করা হলো, কিন্তু তিনি প্রচন্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়েও নিজের জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত নামায আদায় করে গেছেন। (মুসান্নিফে ইবনে আবী শায়বা, ৮/৯৭৫, হাদীস ২১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কোরআন তিলাওয়াতে সময় হযরত ওসমানের শাহাদত

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন: হে ওসমান! তুমি সূরা বাকারা পাঠ করার সময় শহীদ হবে এবং তোমার রক্ত এই আয়াতে পরবে: فَسَیَکۡفِیۡکَھُمُ اللّٰہُ۔ (মুসতাদরিক, ৪/২৬, হাদীস ১১৬৪) নিজের খেলাফতের শেষ দিকে যখন আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত হয়ে গেলেন এবং সেই দিনগুলোকে নিজের জীবনের শেষ দিন জেনেও কোন প্রকার বাহানা করার পরিবর্তে নফল রোযা রাখতেন এবং কোরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন, এমনকি যখন তিনি শহীদ হন তখনও তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর শরীর থেকে বের হওয়ার শাহাদতের রক্তের ফোঁটা সামনে খোলা কোরআনে করীমের সেই আয়াতের উপর পরেছিলো, যা সম্পর্কে **অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন। (লোভ, ২৯-৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাওলা আলীর ইবাদতের আগ্রহ

আমীরুল মুমিনিন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে অসংখ্যবার দেখা গেছে যে, যখন রাতের অন্ধকার ছেয়ে যায়, নক্ষত্র মিটিমিট জ্বলে উঠে এবং তিনি তাঁর মেহরাবে কম্পমান হয়ে নিজের দাড়ি মুবারক ধরে এমন অস্তির হয়ে বসে থাকতেন যে, যেনো বিষাক্ত সাপ দংশন করেছে। তিনি আঘাতপ্রাপ্তের ন্যায় কাঁদতে এবং অস্তির হয়ে **"হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!"** বলে ডাকতেন, অতঃপর দুনিয়াকে উদ্দেশ্যে করে বলেন: তুমি আমাকে ধোকায় ফেলার জন্য এসেছো? আমার জন্য সেজেগুঁজে এসেছো? দূর হয়ে যাও! অন্য কাউকে ধোকা দাও, আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি, তোমার বয়স কম এবং তোমার সভা নিকৃষ্ট আর তোমার বিপদ সহ্য করা সহজ। আহ! আফসোস! পাথেয় কম এবং সফর দীর্ঘ আর পথ আকঙ্কে ভরপুর। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৮৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই যদি আমরা আমারেদ পূর্ববর্তি বুযুর্গদের চরিত্র দেখি তবে তাঁদের মুবারক জীবন নেক আমলের লোভে সমৃদ্ধ ছিলো। কারো রাত কোরআন তিলাওয়াতে অতিবাহিত হতো, তো কারো নফল নামাযে, কেউ সিজদা অবস্থায় সারারাত অতিবাহিত করতেন তো কেউ **আল্লাহ পাকে**র দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন, কেউ প্রতিদিন রোযা, কেউ প্রতিরাতে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করতেন, তো কেউ জীবনের একটি অংশ দিন ও রাতে দুই খতম কোরআনে করীম তিলাওয়াত করে অতিবাহিত করেছেন, এমনকি এমন বুযুর্গও রয়েছে, যার ৬০ বছর পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাযের জামাআতও কাযা হয়নি। **আল্লাহ পাক** সেই মনিষীদের সদকায় আমাদেরও নেকীর

www.dawateislami.net

লোভী বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করার পাশাপাশি নফলেরও লোভ দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম সহচর্য অবলম্বন করুন

কথিত আছে: একটি তরমুজকে দেখে অপর তরমুজ রঙ ধারন করে, তিলকে গোলাপের সাথে রেখে দেয়া হলে, এর সহচর্যে থেকে গোলাপি হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আশিকানে রাসূলের সহচর্যে থাকা নগন্য মানুষও **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেহেরবানিতে অমূল্য রত্ন হয়ে যায়, প্রচন্ড জগমগ করে এবং এরূপ শানে মৃত্যু হয় যে, প্রত্যক্যদর্শী ও শ্রবণকারীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে যায় আর জীবিত থাকার পরিবর্তে এরূপ ঈর্ষান্বিত মৃত্যু কামনা করতে থাকে। আপনারাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। নিজের শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন এবং **আল্লাহ**র পথে সফরকারী আশিকানে রাসূলের দ্বীনি কাফেলায় সফর করুন বরং সম্ভব হলো তবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রতিষ্ঠিত যেকোন বিভাগে সম্পৃক্ত হয়ে আপনার খেদমত পেম করুন।

ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানের রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে ৮০টিরও বেশি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া

জাগানোতে সদা ব্যস্ত। এরমধ্যে একটি হলো **"ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট"**। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য জমাকৃত যাকাত, ফিতা, উশর এবং মসজিদ ও মাদরাসা, জামেয়া, লঙ্গরে রযবীয়া ও লঙ্গরে গাউসিয়া ইত্যাদির খাতে জমা হওয়া ফান্ডকে সংরক্ষন করা, এর হিসাব রাখা এবং তা শরয়ী চাহিদা অনুযায়ী খরচ করার জন্য "ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে ফান্ড জমাকারী ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের শরয়ী নির্দেশনার জন্য পুস্তিকা **"চাঁদা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর"** এবং **"চাঁদা জমা করানোর শরয়ী সতর্কতা"**ও ছাপানো হয়েছে। **আল্লাহ পাক "ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট"** এর প্রচেষ্টাকে তোমার দরবারে কবুল করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খারাপ লোভ সৃষ্টি হওয়ার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াবী ধন সম্পদ, পদ ও পদবী এবং গুনাহের মন্দ লোভ থেকে বাঁচার জন্য তা সৃষ্টি হওয়ার কারণ সমূহ জানাও খুবই জরুরী। খারাপ লোভ সৃষ্টি হওয়ার কয়েকটি কারণ:

প্রশিক্ষণ সঠিক না হওয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খারাপ লোভ সৃষ্টি হওয়ার বড় কারণ হলো সঠিক প্রশিক্ষণ না হওয়া, কেননা যেমন প্রশিক্ষণ হবে তেমনই প্রভাব প্রকাশ পাবে, যদি পিতামাতা সন্তানকে এবং শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে (Students) দুনিয়াবী পদ ও প্রসিদ্ধি, ধন ও সম্পদ এবং পদবীকে তাদের গন্তব্য বলে জানায় তবে তারা নিশ্চিতভাবে নিজের

www.dawateislami.net

গন্তব্যের লোভই রাখবে এবং তা পাওয়ার জন্য দিনরাত এক করে সেইদিকেই অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে।

যদি তাদেরকে **খোদাভীতির** ব্যাপারে বলা হতো, ইশকে মুস্তফার সূধা পান করাতো তবে নিঃসন্দেহে লোভও সেই বিষয়ে সৃষ্টি হয়ে যেতো, যেমনটি হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান বিন জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার গাম্ভিয্য স্বভাব, ধর্মীয় টান এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় থাকার কারণ হলো আমার সম্মানিত ওস্তাদে কিরামের শিক্ষা পদ্ধতি, কেননা তাঁদের মধ্যে প্রায় অধিক কান্নাকারী, কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এবং এমন কোমল ছিলো যে, যখন তাঁরা কাঁদতো তখন অনেক্ষণ কাঁদতো, তাদেরকে দেখে আমার মাঝেও এরূপ প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে যেতো আর আমিও নিজের অন্তরে কোমলতা অনুভব করতাম। (হিফযুল ওমর, ভূমিকা, ৯ম পৃষ্ঠা)

খারাপ লোভ সৃষ্টি হওয়ার আরো একটি কারণ ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব, কেননা মানুষ যে বিষয়ে জ্ঞান রাখে না, তা করে বসে আর এভাবে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। ইলমের বরকতে মানুষ অনেক গুনাহ থেকে বেঁচে গিয়ে নেকীর কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়।

গুনাহের লোভ থেকে বাঁচার তিনটি প্রতিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা লোভ ও লালসার ব্যাপারে শুনলাম, আসুন! খারাপ লোভের তিনটি প্রতিকারও শুনি:

(১) গুনাহের পরিচয় লাভ করুন। গুনাহের পরিচয় লাভ করা এবং এর শাস্তি সম্পর্কে জানার জন্য আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কিরাম ও মুফতীয়ে এজামের সহচর্য অবলম্বন করুন, আমীরে আহলে সুন্নাত

www.dawateislami.net

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা দেখুন, আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া অর্জন করার জন্য প্রত্যেক সাপ্তাহিক পুস্তিকা ও মাকতাবাতুল মদীনার অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করুন। (২) গুনাহের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে চিন্তা করুন, কেননা বান্দা যখন গুনাহ করে তখন **আল্লাহ**র গযবকে দাওয়াত দেয়, জান্নাত থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যায়, নিজেকে কষ্টে নিক্ষেপ করে দেয়, নিজের বাতিনকে অপবিত্র করে বসে, আমল লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতাকে কষ্ট দেয়, **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসন্তুষ্ট করে, সকল মানুষের প্রতি খেয়ানত এবং **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতা করে। (৩) মন্দ মৃত্যুর ভয় অন্তরে সৃষ্টি করুন, কেননা গুনাহের লোভ রেখে গুনাহে লিপ্ত থাকা এবং তাওবার তাওফিক না হওয়াও মন্দ মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ। (লোভ, ৪২ পৃষ্ঠা)

লোভ থেকে বাঁচার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লোভ থেকে বাঁচার জন্য ✪ **আল্লাহ পাকে**র দরবারে লোভ থেকে বাঁচার দোয়া করা ✪ প্রবৃত্তিকে কন্ট্রোল করা এবং ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ✪ প্রতিপালকের প্রতি সত্যিকার ভরসা করা ✪ দীর্ঘ আশা না করা ✪ মৃত্যুকে স্মরণ রাখা ✪ হাশরের ময়দানে সম্পদশালীদের হিসাবের কল্পনা করা ✪ দানশীলতা অবলম্বন করা ✪ ধৈর্য ধারণ ও অল্পেতুষ্ট থাকা ✪ সম্পদের লোভ সম্পর্কে চিন্তা করা ✪ সম্পদের লোভের শিক্ষণীয় পরিণতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, ইত্যাদিও খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে। (ফয়যানে রিয়াযুস সালেহীন, ১/২৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সফর করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"আবু জাহেলের মৃত্যু"** পুস্তিকা থেকে সফর করার সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। ✯ যখন সফর করবে তবে উত্তম হলো যে, সোম, বৃহস্পতি বা শনিবার করা। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪০০) ✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জুবাইর বিন মুতইম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সফরে নিজের সকল বন্ধুদের অধিক সমৃদ্ধশালী রাখার জন্য যাত্রার পূর্বে এই অযিফা পাঠ করার শিক্ষা দিয়েছেন: (১) সূরা কাফিরুন (২) সূরা নসর (৩) সূরা ইখলাস (৪) সূরা ফালাক (৫) সূরা নাস। প্রতি সূরা একবার করে এবং প্রতিটি সূরার শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং শেষেও একবার بِسْمِ اللهِ পাঠ করে নিন, (এতে সূরা হলো পাঁচটি আর بِسْمِ اللهِ শরীফ ছয়বার হবে) হযরত জুবাইর বিন মুতইম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি এমনিতে তো সম্পদশালী ছিলাম কিন্তু সফর করলে তখন (সকল বন্ধুদের চেয়ে বেশি) খারাপ অবস্থা হয়ে যেতে, যখন থেকে এই সূরাগুলো সফরের পূর্বে সর্বদা পাঠ করা শুরু করলাম, এর বরকতে ফিরে আসা পর্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও সম্পদশালীই থাকতাম। (আবু ইয়ালা, ৬/২৬৫, হাদীস ৭৩৮২)

ঘোষণা

সফর করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net